রঘুনাথগঞ্জ শাখায়

মাত্র ৭৫৲ টাকায় রেডিও

বাকী টাকা কিস্তিতে দেয়

ইলেকট্রনিকের সকল রকম

ট্রানজিষ্টার রেডিওতে নগদ ক্রেতাদের

বিশেষ কনশেসন

ধনরাজ পিপাড়া

রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট), মুর্শিদাবাদ

Registered No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫৪শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৩শে শ্রাবণ বুধবার, ১৩৭৪ ইং 9th Aug. 1967 | ১৩শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

C. P. Sudar

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া থাকার ভয়ে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

সুন্দর গড়ন • বিপুলতা আকারে।

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

খেলা ঘর

স্কুল কলেজের নানাপ্রকার খেলাধুলার সরঞ্জাম, সর্ব্বপ্রকার প্রসাধন সামগ্রী ও চা বিস্কুট পাইবেন।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

কর্ম্মাধ্যক্ষ—খেলা ঘর

রঘুনাথগঞ্জ চাউলপটী, মুর্শিদাবাদ

স্টুডেন্টস ফেভারিট

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের মনের মত ভাল বই

সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।

STUDENTS' FAVOURITE

Phone—R.G.G. 44.

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৩শে শ্রাবণ বুধবার সন ১৩৭৪ সাল।

'সাজান বাগান শুকিয়ে গেল'

—০—

মহাকবি গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটকের যোগেশের এই উক্তি আজ পশ্চিমবঙ্গের জনগণের কণ্ঠে কণ্ঠে ঘোষিত হইতে চলিয়াছে। বিগত সাধারণ নির্বাচনোত্তর রাজনৈতিক পটভূমিকার বিরাট পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে ১৯টি কুশীলবের সমন্বয়ে এক জমজমাট নাটক মঞ্চস্থ হইয়াছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শ সমন্বিত বিভিন্ন দল যুক্তফ্রন্ট নাম ধারণ করিয়া প্রযোজনায় নামিয়াছেন। বঙ্গবাসীর আশা, এতদিনে তাঁহাদের স্বপ্নসাধ পূরণ হইল বুঝি। কিন্তু কার্যতঃ দেখা গেল, সেখানে উপযুক্ত মহড়ার অভাব, নাটক বিপর্যয়ের পথে চলিয়াছে। অধিকারী মহাশয় যে বিপুল সাফল্যের চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছিলেন, পারস্পরিক সমঝোতার অভাবে তাহার শেষ রক্ষা হইবে কি?

যুক্তফ্রন্ট সরকারের শরিকেরা মুখে এ কথা স্বীকার না করিলেও, ইহা অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, যুক্তফ্রন্টীয় মন্ত্রী মহাশয়দের আপন আপন দলীয় স্বার্থবোধ দেশ শাসনের পবিত্র প্রতিশ্রুতি অপেক্ষাও প্রবলতর। তাহা না হইলে কিছুদিন হইতে যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রী মহাশয়দের মধ্যে এক অস্বস্তিকর পারস্পরিক খেয়োখেয়ি চলিতেছে কেন? বাংলার শাসন ব্যাপারে কোন কোন পার্টির সর্বভারতীয় ও রাজ্যের প্রধান কমরেডগণ সরকারের সমালোচনা বাদ দিয়া ব্যক্তিগত আক্রমণ শুরু করিয়াছেন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয় কিভাবে ব্যক্তিগত নিন্দায় ভুগিয়াছেন, তাহা সকলেই জানেন। যুক্তফ্রন্ট সরকারের খাদ্যনীতি সমালোচনা প্রসঙ্গে খাদ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের অথবা অন্য বিভাগের কর্মভার গ্রহণের দাবী উঠে কেন? আর যে পার্টির কর্মকর্তারা এই দাবী করেন, সেই পার্টির মন্ত্রী মহাশয়েরা এই বিষয়ে নীরব হইয়া থাকেন—তাহারই বা কারণ কি? তাঁহারা কি তবে আপনাদিগকে যুক্তফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন না? তাহা ছাড়া শাসন সংক্রান্ত সরকারী নীতি-সমূহ কি পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত নয়? তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে যে, সংশ্লিষ্ট পার্টির মন্ত্রীরা মন্ত্রীত্বের মর্যাদা বিস্মৃত হইতেছেন? মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় এক নকশালবাড়ির ঘটনায় কিরূপভাবে নিন্দিত হইয়াছেন তাহা সকলের জানা আছে। উষ্মার বশে এমন কথাও বাহির হইয়াছে যে, নকশালবাড়ি সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমুখোপাধ্যায় যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী সভার গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিপন্থী।

বাংলার জনগণ ইহা ভালভাবেই বুঝেন যে, যুক্তফ্রন্ট ক্যাবিনেটের গৃহীত শাসন-নীতির সমালোচনা করা ত্রুটি-বিচ্যুতি যাহাই থাকুক না কেন, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীদের শোভা পায় না। কিন্তু কার্যতঃ তাহাই হইতেছে। ইহার উপর আবার ব্যক্তিগত আক্রমণ করার প্রশ্নও আছে। এক মন্ত্রী অপর মন্ত্রীকে আক্রমণ করিয়া শাসন কার্যের যৌথ দায়িত্ব এড়াইয়া চলিতে চাহেন। এই অপচেষ্টা জনগণ ক্ষমা করিতে পারিবেন কি? মন্ত্রী মহাশয়দের পারস্পরিক অনৈক্য ও মন কষাকষিতে দেশের নাভিশ্বাস উঠিয়াছে। আর এই অনৈক্যের ফলশ্রুতি শাসনযন্ত্রে বিরাট বিশৃঙ্খলা। নহিলে মহাকরণে সরকারী কর্মচারীদের মারামারি ও মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের অসুবিধায় পড়া—এই সমস্ত লজ্জাকর ঘটনার অবতারণা হইতেছে কেন? ভূমি-রাজস্ব-মন্ত্রী ও শ্রমমন্ত্রী পরস্পরের সমালোচনায় লিপ্ত হইয়াছেন কেন?

বাঙ্গালীরা সাধের যুক্তফ্রন্ট সরকারের নিকট হইতে তাঁহাদের দুঃখদুর্দশার শরিক হইয়া যে সৌভাগ্যময় প্রভাতের আশা করিয়াছিলেন, দেখা গেল, কোন্ অদৃশ্য শক্তিতে তাহা ধূলায় মিশিয়া গেল। দলগত স্বার্থসিদ্ধির প্রবৃত্তি আজ যাহাদের অমানুষ করিয়া তুলিতেছে, তাহাদের রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হওয়ার স্পর্দ্ধায় বিক্ষুব্ধ শ্রোতৃবৃন্দ আসরে 'কোলাব্যাঙ' অথবা 'ঘেয়োকুকুর' ঠেলিয়া দিবে। বিষবৃক্ষ রোপণ করিলে তাহার পরিণাম বিষময় হয়। কাজেই আজ জনগণের প্রশ্ন, এই ট্রাজেডির মূল নায়ক কে বা কাহারা? অথচ এমন ধৈর্যবান শ্রোতা ১৯৬৭-এর রাজনীতির অপেরাদল যেমন পাইয়াছিলেন, অন্যান্য দল ইতোপূর্বে তেমন পান নাই।

ভাদু মণ্ডলই কি অশ্বিনী মণ্ডল?

১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে খয়রাকান্দী গ্রামের ষষ্ঠী মণ্ডলের দ্বিতীয় পুত্র অশ্বিনী মণ্ডলকে বিষধর গোখুরা সাপে কামড়ায়। মৃত মনে করে তাকে ভেলা করে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়। নূতন কাপড় দিয়ে মশারি প্রস্তুত করে মৃতদেহ তার মধ্যে রাখা হয়। মাংসলোভী পশু বা পক্ষী যাতে মৃতদেহের কোন ক্ষতি করতে না পারে এজন্য দুটা বিড়াল বেঁধে রাখা হয়। মৃতের নামধাম প্রভৃতি লিখে রাখা হয়। এরপর নির্দিষ্ট দিনে তার শ্রাদ্ধশান্তি করা হয় বাড়ীতে। কিছুদিন পরে তার পূনর্জীবন লাভের কাহিনী শোনা যায়। কিন্তু সে কথায় তখন কেউ বিশ্বাস করেনি। কিন্তু বর্তমানে জানা যায়, জীবন পেয়ে সে পাকিস্তানে হাজির হয় এবং নিরুদ্দেশে ঘুরে বেড়ানোর জন্য বছর তিনেক জেলে কাটাতে হয়। বর্তমানে সে সুতী থানার ফতুল্লাপুর সাদিকপুরে বিয়ে করে ঘর পেতেছে। তার নাম এখন ভাদু মণ্ডল। ফল বিক্রী তার ব্যবসা অতীত জীবনের সকল ঘটনাই তার মনে আছে। গ্রামবাসী এবং আত্মীয়স্বজন সবাইকে সে চিনতে পেরেছে। তার পিতামাতা এখনও বর্ত্তমান। বাবা তাকে গ্রহণ করতে সঙ্কোচগ্রস্ত, কিন্তু মা ছেলেকে ফিরে পেতে এবং নূতন বৌকে ঘরে আনতে চান। তার পূর্ব্বের ২০ বছর বয়সের অশ্বিনী এখন ৪০ বছরের হয়েছে। কে তাকে বাঁচাল, তা সে জানাতে কিছুতেই রাজি নয়।

'আনন্দবাজার পত্রি।'

সম্প্রসারিত রামেন্দ্রসুন্দর স্মৃতি পাঠাগার ভবনের উদ্বোধন

গত ১৬ই জুলাই, বাংলা ৩১শে আষাঢ় রবিবার, অপরাহ্ণে ৪-৩০ ঘটিকায় সম্প্রসারিত জেমো রামেন্দ্র-সুন্দর স্মৃতি পাঠাগার ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠান এক সাড়ম্বরপূর্ণ জনাকীর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। সম্প্রসারিত গৃহের উদ্বোধন করেন জনপ্রিয় মহকুমা শাসক শ্রীএস, পি, চ্যাটার্জ্জি মহোদয়। উক্ত সভায় পৌরোহিত্য করেন ডঃ অমিয়কুমার সেন, মুখ্য সমাজ শিক্ষা পরিদর্শক, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়, প্রাক্তন সহ শিক্ষা অধিকর্ত্তা (অধুনা অধ্যক্ষ, নব ব্যারাকপুর বি, টি, কলেজ) সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করে কুমারী কর্ণা রায়। অতিথি বরণের পর পাঠাগার সম্পাদক শ্রীশৈলেন্দুনারায়ণ রায় পাঠা-গারের ক্রমোন্নতির ধারাবাহিক ঘটনাপঞ্জী জনসভায় পরিবেশন করে ভবিষ্যৎ পাঠাগারের উত্তরোত্তর উন্নতির জন্য সাধারণের অকুণ্ঠ সহযোগিতা কামনা করেন।

সভায় উপস্থিত সুধীগণের মধ্যে জন মনে পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা সম্পর্কে সারগর্ভ ভাষণ দান করেন কান্দী মহকুমা শাসক শ্রীএস, পি, চ্যাটার্জি, জিলা স বাদ সরবরাহ আধি-কারিক শ্রীউমানাথ সিংহ, পণ্ডিত শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য ও অধ্যাপক শ্রীমৃন্ময় পাল। প্রধান অতিথি শ্রীনিখিলরঞ্জন রায় মহাশয় রামেন্দ্রসুন্দর স্মৃতি পাঠাগারের ক্রমোন্নতিতে বিশেষ আনন্দিত হয়ে সুস্থ ও সুশৃঙ্খল সমাজ প্রতিষ্ঠায় পাঠাগারের অবদান সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন। সভাপতি ডঃ সেন মহাশয় জনগণকে জনশিক্ষায় ধারক ও বাহকরূপে গণ মানসে পাঠাগারের যে অবদান আছে সেই চিত্রটি জনসভায় সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেন।

সভা শেষে পাঠাগার সম্পাদক শ্রীশৈলেন্দুনারায়ণ রায় সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভাটি এক শান্ত ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে সমাপ্ত হয়।

বজ্রাঘাতে মৃত্যু

—•—

গত ৫ই আগষ্ট শনিবার রঘুনাথগঞ্জ থানার নাইত গ্রামের শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় ওরফে হাবল ঠাকুর নিজ জমির আবাদ কার্য্য পরিদর্শন জন্য বৃষ্টির সময় মাঠে যান সেখানে তাঁহার উপর বজ্রাঘাত হওয়ায় মৃত্যু হইয়াছে।

উক্ত দিবস সুতী থানার বংশবাটী গ্রামের শ্রীইন্দ্রচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের রাখাল শ্রীঝড়ু মাঝি (১৬) মাঠে গরু চরাইতে গিয়া বজ্রাঘাতে মারা গিয়াছে।

মোটর বাস দুর্ঘটনা

—০—

গত ৪ঠা আগষ্ট শুক্রবার ২-৩০ ঘটিকার সময় 'গণপতি' মোটর বাস রঘুনাথগঞ্জ হইতে মুরারই অভিমুখে যাইবার সময় বাড়ালা হাই স্কুলের নিকটে উল্টাইয়া যাওয়ায় ১২ জন যাত্রী আহত হয়। উক্ত বাসের যাত্রী প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগী রামপুরহাটের শ্রীতরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-সি-এস মহাশয় প্রমুখ ভদ্রমহোদয়গণের পত্র নিম্নে মুদ্রিত হইল। শ্রীমুখোপাধ্যায়ের চোখে বাসের ব্যাটারীর এসিড পড়ায় তিনি কষ্ট পাইতেছেন।

"জঙ্গিপুর সংবাদ" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,—

গত ৪ঠা আগষ্ট শুক্রবার বেলা ২-৩০ ঘটিকায় মুরারই অভিমুখী B. R. L. 2065 নম্বর 'গণপতি' বাসটি বাড়ালার অনতিদূরে দুর্ঘটনায় পড়ে আমরা তার হতভাগ্য যাত্রী ছিলাম। যদিও দুর্ঘটনাটিকে বাস-চালকের ইচ্ছাকৃত অপরাধ বলা যায় না তবুও তাদের দায়িত্ব থেকে তারা সম্পূর্ণ অব্যাহতি পেতে পারেন না। বাস ষ্ট্যাণ্ড থেকেই চালক এবং অন্যান্য কর্মীদের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে এটুকু স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিল যে তাদের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না। 'কোন্ শালা বাস এ্যাকসিডেণ্ট করে না' এই উক্তির মধ্য দিয়ে তার দায়িত্বজ্ঞানহীনতাই প্রকাশ পেয়েছিল। পিচ্ছিল, অপ্রশস্ত পথের উপর বাস চালাতে গেলে যাত্রী সংখ্যা এবং গতি এই সব সম্পর্কে যে সংযমের প্রয়োজন ছিল যাত্রীদের বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও ঐ বাসের কর্মচারীরা সেদিকে কর্ণপাত করার প্রয়োজন বোধ করেনি। সহ-কর্মীদের অনভ্যস্ততার জন্য বাসকে বার বার থামতে হচ্ছিল। অনিবার্য্যভাবেই মুরারই ষ্টেশনে ট্রেণ থামা এবং ঐ ষ্টেশনে বাস পৌছানো এ দুয়ের মধ্যে যে স্বল্পতম সময়ের ব্যবধান ছিল তা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছিল। কাজেই যাত্রী নেওয়া সম্পর্কে সে রকম সংযম দেখানো হয়নি গতি সম্বন্ধে সেই একই কথা বলা যায়। একটা রিক্সাকে পাশ কাটানোর পর চলমান বাস থেকে রিক্সাওয়ালাকে শাসন করার চেয়ে যাত্রীদের নিরাপত্তার দিকেই বেশী নজর দেওয়া উচিত ছিল। চালকের এক মুহূর্ত্তের অসতর্কতার জন্য এতগুলি নিরীহ যাত্রীদের জীবনাবসান হ'তে চলেছিল।

এই রুটে বাস দুর্ঘটনা এই প্রথম নয়। এর আগেও দু' তিনবার যাত্রীদের দুর্ঘটনাগ্রস্ত হ'তে হয়েছিল। জানি না সে ক্ষেত্রে বাসকর্মী এবং মালিক কতখানি শাস্তি পেয়েছিল বা কোন্ অজ্ঞাত কারণে আইনের হাত বাঁচিয়েছিল। এক্ষেত্রে একজনও নিহত না হ'লেও আহতের সংখ্যা নেহাত নগণ্য ছিল না। তাদের উপর বাস-মালিকের দায়ত্ব অস্বীকার করা যায় না। গরীব যাত্রীরা পয়সা ফেরত চাইলে তাদের প্রতারণা করা হয়।

এই রুটে প্রতিদিন যাত্রীদের অশেষ দুর্ভোগ ক'রতে হয়। যাত্রীদের ঝুলন্ত অবস্থায় বা ছাদের উপর বসে আসতে হয়। চালক সব ক্ষেত্রে পটু নয়। রাস্তাও স্বল্প-পরিসর। আপনার সর্বজনপ্রিয় সংবাদপত্রের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই সব অর্থলিপ্সু বাস-মালিকদের উপযুক্ত শাস্তি বিধান দেখতে চাই। কেন না এদের শাস্তি-বিধানের সঙ্গে যাত্রীদের তথা সমাজের নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত রয়েছে। মানুষের জীবন খেলার পুতুল নয়। ইতি—

নিবেদক—

শ্রীতরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, রামপুরহাট
শ্রীগণেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, রুদ্রনগর
শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, সেন্‌ড়া

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর

সি. কে, সেনের

আমলা কেশ

(সি. কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ)
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

অম্বলের যম **আরকানা** অম্বলের যম

অম্লশূল, পিত্তশূল, টক-বমি, অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, লিভার ব্যথা ও যাবতীয় পেটবেদনায় আশু ফলপ্রদ সকল সম্রান্ত ঔষধালয়ে পাইবেন।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও

সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেণ্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং **বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি** ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মুল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস	সেলস অফিস ও শোরুম
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-১	৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:	ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

সব রকমের মোটর গাড়ীর স্পেয়ার পার্টস পেতে হলে একবার জঙ্গীপুর রোড বার্মা শেল পেট্রোল পাম্প সন্নিকটবর্ত্তী

চৌধুরী মোটরস্-এ

আসুন।

দাঁত তোলানোর ও বাঁধানোর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ডেণ্টাল ক্লিনিক

ডাক্তার শ্রীদীনেশকুমার প্রামাণিক, ডেণ্টাল সার্জ্জেন

পোঃ জিয়াগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ৩.০০ তিন টাকা অগ্রিম দেয়, প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ পয়সা। প্রতিবার প্রতি সেণ্টিমিটার ১.০০ এক টাকা। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)